গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০১.২০১৭(অংশ-১).১৪৭

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২৭ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২৬(গ) অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নীতিমালার ১১.৬ অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ সংশোধন ও পরিমার্জন করা হলো :

১। নীতিমালার ১১.৬ নং অনুচ্ছেদে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়নে সূচক হবে নিম্নরূপ :

ক্রমিক	বিষয়	নম্বর
১.	এমপিও প্রাপ্তি থেকে জ্যেষ্ঠতা	৩৫ নম্বর
২.	একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল	১৫ নম্বর
৩.	ক্লাসে মোট উপস্থিতি	২০ নম্বর
৪.	এমপিওভুক্তির পর থেকে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য/বিরূপ রেকর্ড না থাকলে	০৫ নম্বর
৫.	কোনো ফৌজদারী মামলা না থাকলে	০৫ নম্বর
৬.	প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর থেকে অনুকরণীয়/সৃজনশীল দৃষ্টান্ত	০৫ নম্বর
৭.	ভার্চুয়াল ক্লাস নেওয়ার দক্ষতা/মাল্টি মিডিয়া ব্যবহার করে	০৫ নম্বর
৮.	উচ্চতর ডিগ্রি (যেমন: এম.ফিল/পিএইচ.ডি) থাকলে	০৫ নম্বর
৯.	গবেষণাকর্ম/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকলে	০৫ নম্বর
	সর্বমোট	**১০০ নম্বর**

২। নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১.৬ (১) অনুযায়ী কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা/পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা চলমান থাকলে/নৈতিক স্খলন এবং এ কারণে সাময়িক বরখাস্ত থাকলে পদোন্নতির জন্য বিবেচনায় আসবে না।
১১.৬ (২) দুই বা ততোধিক শিক্ষক সমান নম্বর প্রাপ্ত হলে তাঁদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা **প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ)** জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৩ ধারা প্রযোজ্য হবে।

৩। (ক) এমপিও প্রাপ্তি সংক্রান্ত নম্বরের ধারাক্রম: **(মোট নম্বর-৩৫)**

ক্র:নং		মোট নম্বর
১.	এমপিওভুক্ত কাল ৮ বছর পূর্ণ হলে	২১
২.	এমপিওভুক্ত কাল ৯ বছর পূর্ণ হলে	২৩
৩.	এমপিওভুক্ত কাল ১০ বছর পূর্ণ হলে	২৫
৪.	এমপিওভুক্ত কাল ১১ বছর পূর্ণ হলে	২৭
৫.	এমপিওভুক্ত কাল ১২ বছর পূর্ণ হলে	২৯
৬.	এমপিওভুক্ত কাল ১৩ বছর পূর্ণ হলে	৩১
৭.	এমপিওভুক্ত কাল ১৪ বছর পূর্ণ হলে	৩৩
৮.	এমপিওভুক্ত কাল ১৫ বছর পূর্ণ হলে	৩৫

(খ) একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল: **(মোট নম্বর-১৫)**

ক্র: নং	পরীক্ষার নাম	নম্বর বণ্টন	বিস্তারিত ফলাফল
১.	এসএসসি/সমমান	৩ ২ ১	১ম বিভাগ/সিজিপিএ-৩ ২য় বিভাগ/সিজিপিএ-২ ৩য় বিভাগ/সিজিপিএ-১
২.	এইচএসসি/সমমান	৩ ২ ১	১ম বিভাগ/সিজিপিএ-৩ ২য় বিভাগ/সিজিপিএ-২ ৩য় বিভাগ/সিজিপিএ-১
৩.	স্নাতক-পাস (২বছর/৩বছর)/স্নাতক (সম্মান ৩বছর)/সমমান	৬ ৪ ৩	১ম শ্রেণি/সিজিপিএ-৬ ২য় শ্রেণি/সিজিপিএ-৪ ৩য় শ্রেণি/সিজিপিএ-৩
৪.	৪ বছরের অনার্স/সমমান	৮ ৬ ৪	১ম শ্রেণি/সিজিপিএ-৮ ২য় শ্রেণি/সিজিপিএ-৬ ৩য় শ্রেণি/সিজিপিএ-৪
৫.	স্নাতক-পাস (২বছর/৩বছর)/স্নাতক (সম্মান ৩বছর)/ সমমানসহ মাস্টার্স	৩ ২ ১	১ম শ্রেণি/সিজিপিএ-৩ ২য় শ্রেণি/সিজিপিএ-২ ৩য় শ্রেণি/সিজিপিএ-১
৬.	৪ বছরের অনার্স/সমমানসহ মাস্টার্স	১	১ম শ্রেণি/সিজিপিএ-১ ২য় শ্রেণি/সিজিপিএ-১

* বিভাগ/শ্রেণি এর সমমান সিজিপিএ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র প্রযোজ্য হবে।

(গ) ক্লাসে মোট উপস্থিতি: **(মোট নম্বর-২০)**

কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্লাস রুটিন অনুযায়ী ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন হবে। এ ক্ষেত্রে ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠদানের কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণের জন্য আলাদা রেজিস্ট্রার সংরক্ষিত হবে।

ক্র: নং	বিবরণ	মোট নম্বর
১	১০০% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	২০
২	৯৯% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	১৮
৩	৯৮% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	১৬
৪	৯৭% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	১৪
৫	৯৬% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	১২
৬	৯৫% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	১০
৭	৯৪% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	৮
৮	৯৩% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	৬
৯	৯২% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	৪
১০	৯১% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	২
১১	৯০% বা তার নিচে হলে উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন	০

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ছুটি কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে। অসাধারণ ছুটি পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে না।

(ঘ) এমপিওভুক্তির পর থেকে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য/বিরূপ রেকর্ড না থাকলে: **(মোট নম্বর-০৫)**
নেতিবাচক/বিরূপ রেকর্ড বলতে কোনো শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক/একাডেমিক কর্মকাণ্ডে বিরূপ প্রভাব ফেলে বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয় এবং শৃঙ্খলা পরিপন্থি বা রাষ্ট্র বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়াকে বুঝাবে।

(ঙ) কোনো ফৌজদারী মামলা না থাকলে: **(মোট নম্বর-০৫)**
ফৌজদারী আদালতে তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক অভিযোগ পত্র দাখিল বা অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অভিযোগ গঠনকে বুঝাবে।

(চ) প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর থেকে অনুকরণীয়/সৃজনশীল দৃষ্টান্ত: **(মোট নম্বর-০৫)**

(১) বিজ্ঞান মেলা, বৃক্ষরোপণ, শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রম, সহপাঠ কার্যক্রম যেমন: প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব (বিতর্ক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান, সাঁতার, খেলাধুলা, অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, পরিবেশ অধ্যয়ন প্রভৃতি) স্থাপন ও পরিচালনা, একাডেমিক পরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখা, বাল্যবিবাহ রোধে ভূমিকা রাখা, শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ,

স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, রোভার স্কাউটস, গার্লস গাইড, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তাজনিত কার্যক্রম ইত্যাদিতে ভূমিকা রাখা বুঝাবে।

শর্ত: (১) কোনো শিক্ষকের দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মূল্যায়ন করবেন;
(২) উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণক থাকতে হবে;
(৩) কলেজ গভর্নিংবডি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(ছ) ভার্চুয়াল ক্লাস নেওয়ার দক্ষতা/মাল্টি মিডিয়া ব্যবহার করে: **(মোট নম্বর-০৫)**

(১) গৃহীত ভার্চুয়াল ক্লাসের সংখ্যা;
(২) ক্লাস গ্রহণের প্লাটফর্ম;
(৩) ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের সক্ষমতা;
(৪) ক্লাস গ্রহণের ক্ষেত্রে উপস্থাপনা বা কৌশল;
(৫) ক্লাস গ্রহণের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত তথ্য, ছবি, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি।

(জ) উচ্চতর ডিগ্রি (যেমন: এম.ফিল/পিএইচ.ডি) থাকলে: **(মোট নম্বর-০৫)**
যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ডিগ্রী অর্জন করলে-০৩ নম্বর এবং পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করলে-০৫ নম্বর প্রাপ্ত হবেন।

চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে এই ডিগ্রী অর্জিত হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদের সত্যতা যাচাইকৃত হতে হবে।

(ঝ) গবেষণাকর্ম/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকলে: **(মোট নম্বর-০৫)**

(ঞ) প্রতিটি সূচকে কলেজের অধ্যক্ষ যাচাইপূর্বক নম্বর প্রদান করবেন এবং গভর্নিংবডির সভায় তা অনুমোদিত হতে হবে।

৪। নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১.৬ (৩) অনুযায়ী প্রভাষক থেকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি বাছাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলো:

১. জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা, ----------আহবায়ক।
২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, আইসিটি ও শিক্ষা, সংশ্লিষ্ট জেলা, ----------সদস্য।
৩. পরিচালক, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল/প্রতিনিধি,---------- সদস্য।
৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি, ----------সদস্য।
৫. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ, ---------- সদস্য।
৬. উপপরিচালক (কলেজ), সংশ্লিষ্ট অঞ্চল,---------- সদস্য।
৭. জেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট জেলা, ----------সদস্য সচিব।

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী কমিটি বেসরকারি কলেজে কর্মরত প্রভাষকদের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানের সুপারিশ করবেন ;

(খ) পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে কমিটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১১.৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ০৯টি মূল্যায়নের সূচক/মানদন্ড যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে ;

(গ) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কমিটির আহবায়ক বরাবর পদোন্নতির প্রস্তাব প্রেরণ করবেন ;

(ঘ) প্রস্তাব প্রাপ্তির অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে কমিটি প্রস্তাব নিষ্পন্ন করবেন।

৫। নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১.৬ (৪) অনুযায়ী প্রভাষক থেকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি বিষয়ক উদাহরণ :

উদাহরণ (০১): কোনো কলেজে প্রভাষক/জ্যেষ্ঠ প্রভাষকের মোট এমপিওভুক্ত পদ রয়েছে ২২টি, বর্তমানে ১৫ জন প্রভাষক এবং ০৭ জন জ্যেষ্ঠ প্রভাষক রয়েছে। এক্ষেত্রে বর্ণিত ১৫ জন প্রভাষকদের মধ্যে যাদের চাকরিকাল এমপিওভুক্ত পদে সন্তোষজনকভাবে ১৬ বছর পূর্ণ হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি পাবেন। যদি এই ১৫ জন প্রভাষকের মধ্যে ১২ জনের এমপিওভুক্ত পদের চাকরিকাল সন্তোষজনকভাবে ১৬ বছর বা তার অধিক হয় তাহলে এই ১২ জনই জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি পাবেন। অর্থাৎ ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট ২২ জন প্রভাষক/জ্যেষ্ঠ প্রভা 6কের মধ্যে তখন জ্যেষ্ঠ প্রভাষক হবেন পূর্বের ০৭ জন+পদোন্নতিপ্রাপ্ত ১২ জন অর্থাৎ ১৯ জন। যেহেতু মোট পদের অর্ধেক (৫০%) হিসেবে ১১ জনের বেশি জ্যেষ্ঠ প্রভাষক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন, এক্ষেত্রে ০৮ বছরের পূর্তিতে গ্রেডেশনের ভিত্তিতে প্রভাষকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতির সুযোগ নাই।

উদাহরণ (০২): কোনো কলেজে প্যাটার্নভুক্ত মোট প্রভাষক/জ্যেষ্ঠ প্রভাষকের ১৮টি পদ রয়েছে এবং ১৮ জনই প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন। যদি ১৮ জন প্রভাষকের কারও এমপিওভুক্ত হিসেবে চাকরিকাল ১৬ বছর পূর্ণ না হয় তাহলে এমপিও নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১.৪ অনুযায়ী ১৮ জন প্রভাষকের মধ্যে ৫০% হারে ০৯ জনকে চাকরি সন্তোষজনক সাপেক্ষে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্ত এই ০৯ জন জ্যেষ্ঠ প্রভাষকের কোনো পদ অবসরজনিত বা অন্য কোনো কারণে শূন্য না হলে অবশিষ্ট ০৯ জন প্রভাষকে এর মধ্য থেকে আর জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা যাবে না। তবে এই অবশিষ্ট প্রভাষকদের মধ্যে পরবর্তীতে যাদের চাকরি ১৬ বছর পূর্ণ হবে তারা সকলেই চাকরি সন্তোষজনক থাকা সাপেক্ষে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি পাবেন।

উদাহরণ (০৩): কোনো কলেজে মোট প্রভাষক/জ্যেষ্ঠ প্রভাষকের ২০টি পদ রয়েছে। এখানে ১৫ জন প্রভাষক এবং ৫ জন জ্যেষ্ঠ প্রভাষক রয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী ১৫ জন প্রভাষকের মধ্যে যে সকল প্রভাষকদের চাকরি সন্তোষজনকভাবে ১৬ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা জ্যেষ্ঠ প্রভাষকের পদে পদোন্নতি পাবেন। যদি ঐ কলেজে ১৫ জন প্রভাষকের মধ্যে ০৩ জনের চাকরি ১৬ বছর পূর্ণ হয়। এক্ষেত্রে চাকরি সন্তোষজনক হলে এই ০৩ জন জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি পেলে মোট জ্যেষ্ঠ প্রভাষকের সংখ্যা হবে পূর্বের ০৫ জন, নতুন ০৩ জন অর্থাৎ মোট ০৮ জন। উল্লেখ্য, নীতিমালা অনুযায়ী ০৮ বছর পূর্তিতে মোট পদের অর্ধেক পদে গ্রেডেশন এর ভিত্তিতে প্রভাষক থেকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক হওয়ার বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মোট পদ ২০টি এর অর্ধেক ১০টি। ইতোমধ্যে পূর্বে কর্মরত ০৫ জন এবং ১৬ বছরের পূর্তিতে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ০৩ জন অর্থাৎ মোট ০৮ জন। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র (১০-০৮)=০২টি পদে ০৮ বছর পূর্তিতে গ্রেডেশনের ভিত্তিতে ০২ জনকে প্রভাষক থেকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১.৫ অনুযায়ী প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে উদাহরণ ০১, ০২ এবং ০৩ এ বর্ণিত জ্যেষ্ঠ প্রভাষকের স্থলে সহকারী অধ্যাপক শব্দটি লিপিবদ্ধ হবে এবং অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর হবে।

(মো: আবু বকর ছিদ্দীক)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০১.২০১৭(অংশ-১).১৪৭

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২৭ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩.বিভাগীয় কমিশনার, ---------- (সকল)।
৪. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), নীলক্ষেত, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,---------- (সকল)।
৮. জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৯. পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১০. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।
১১. উপপরিচালক (কলেজ-২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা।
১৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৭. অধ্যক্ষ, ----------।
১৮. অফিস কপি।